বানৌজা শেখ হাসিনা- এর কমিশনিং অনুষ্ঠান

ভাষণ

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণভবন এবং পেকুরা, কক্সবাজার।

সোমবার

০৬ চৈত্র ১৪২৯

২০ মার্চ ২০২৩।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ,
কূটনীতিকবৃন্দ, কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ,
এবং উপস্থিত সুধিমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সামরিক ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় সূচিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজিত হতে যাচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং অত্যাধুনিক সাবমেরিন ঘাঁটি। বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটির কমিশনিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

'মার্চ' আমাদের স্বাধীনতার মাস। স্বাধীনতার এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে; যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি আমাদের মহান স্বাধীনতা। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ত্রিশ লাখ শহিদ ও নির্যাতিত দু'লাখ মা-বোনকে। সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের নির্মম বুলেটে শাহাদাৎবরণকারী আমার বাবা, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, জাতির পিতা শেখ মুজিব, আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আমার তিন ভাই- মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল এবং দশ বছরের শিশু-ভাই শেখ রাসেল, দুই ভ্রাতৃবধূ, একমাত্র চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল উদ্দীন আহমেদ, পুলিশের বিশেষ শাখার এএসআই সিদ্দিকুর রহমানসহ মোট ১৮ জন। সকলের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

সুধিমণ্ডলী,

জাতির পিতা বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-রাজনৈতিক এবং সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সে কারণেই তিনি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বেই ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬-দফায় নৌবাহিনী সদর দপ্তর চট্টগ্রামে স্থানান্তরের দাবি জানিয়েছিলেন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই নৌবাহিনী আত্মপ্রকাশ করে এবং পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে সফল অভিযান পরিচালনা করে।

জাতির পিতা স্বাধীন দেশে দক্ষ, শক্তিশালী ও আধুনিক নৌবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। তাঁর পরামর্শে নারায়ণগঞ্জ ড্রাইডক অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯৭২ সালে প্রথম যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ করে। তিনি যুগোস্লাভিয়া ও ভারত থেকে ৫টি আধুনিক রণতরী সংগ্রহ করেন। ১৯৭৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে 'নেভাল এনসাইন' প্রদান করেন। নৌবাহিনীর বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানৌজা ঈশাখাঁসহ ৩টি ঘাঁটি এবং ৩টি জাহাজ কমিশনিং করেন। এই দিনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বানৌজা সুরমায় প্রথম নৌবাহিনীর মহড়া পরিদর্শন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় যুক্তরাজ্য হতে যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১৯৮২ সালে জাতিসংঘের আনক্লোস (UNCLOS) প্রণয়নের অনেক আগেই জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস এন্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট' প্রণয়ন করেন। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা আনক্লোস (UNCLOS) অনুস্বাক্ষর করি। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকারে আসার পর মিয়ানমার এবং ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীমানা বিরোধ সমাধানের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকায় ওপর আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, এ বিষয়টি সবার জানা থাকলেও এ সমস্যা সমাধানে কোন সরকারই বাস্তব পদক্ষেপ নেয়নি।

সুধিমণ্ডলী,

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রথমবার সরকার গঠনের পর থেকেই নৌবাহিনীকে যুগোপযোগী করতে নানা উদ্যোগ নেই। বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন, যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ এবং বিদ্যমান জাহাজসমূহের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধি করি। খুলনা শিপইয়ার্ডসহ অন্যান্য শিপইয়ার্ডগুলো নৌ বাহিনীকে হস্তান্তর করি। শুধু নিজেদের জন্য জাহাজ নির্মাণ নয়, তারা জাহাজ রপ্তানি করে বর্তমানে স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা প্রণীত প্রতিরক্ষানীতির আলোকে 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করি। গত ১৪ বছরে নৌবাহিনীতে ৪টি ফ্রিগেট, ৬টি করভেট, ৪টি লার্জ পেট্রোল ক্রাফট, ৫টি পেট্রোল ক্রাফট এবং ২টি ট্রেনিং শিপসহ মোট ৩১টি যুদ্ধজাহাজ সংযোজন করি। দক্ষ কমান্ডো ও উদ্ধারকারী দল হিসেবে 'স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডাইভিং এন্ড স্যালভেজ কমান্ড' এবং নৌবাহিনীর এভিয়েশন উইং প্রতিষ্ঠা করি।

চলমান আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে আরও ২টি নতুন মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট সংযোজন করেছি। তাছাড়া দুটি Utility Helicopter অচিরেই সংযোজন করা হবে। আমাদের নৌবাহিনীর জন্য খুলনা শিপইয়ার্ডে ৩টি Landing Craft Tank নির্মাণ কাজ চলছে। যুদ্ধ জাহাজ, অক্সিলারি জাহাজ, অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি নৌবাহিনীতে প্রতিনিয়ত সংযোজিত হচ্ছে।

২০১৭ সালের ১২ই মার্চ ২টি সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ত্রি-মাত্রিক নৌ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করি। সংবেদনশীল ও কৌশলগত রণতরী হিসেবে সাবমেরিনের সর্বোত্তম ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে একটি বিশেষায়িত ঘাঁটির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তারই প্রতিফলনস্বরূপ সাবমেরিন দুটি কমিশনের পরপর বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়।

এই সাবমেরিন ঘাঁটির প্রথম ধাপে বিভিন্ন অবকাঠামো ও সুবিধাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহের মধ্যে সাবমেরিনের বার্থিং সুবিধা, সাবমেরিনের সহায়ক অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজের বার্থিং সুবিধা, সাবমেরিন ফ্লিট হেডকোয়ার্টার্স, ট্রেনিং স্কুল ও সিম্যুলেশন সেন্টার এবং সাবমেরিন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার বেস ফেসিলিটিজ রয়েছে।

এছাড়া এই ঘাঁটিতে একটি বৃহৎ ড্রাইডকের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কর্মকর্তা ও নাবিকদের বসবাসের জন্য সকল ধরনের নাগরিক সুবিধাদি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে মসজিদ, স্কুল-কলেজ ও হাসপাতালসহ অন্যান্য সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে এই সাবমেরিন ঘাঁটি একটি আধুনিক সামরিক স্থাপনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রিয় কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ,

জাতির পিতা পররাষ্ট্রনীতি "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়"। এই নীতি অনুসরণ করে আমরা প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্বের সকল দেশের সাথে সর্বদা সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট। ২০১৭ সালে প্রথম দুটি সাবমেরিনের কমিশনিং অনুষ্ঠানে আমি বলেছিলাম, "আমরা কারো সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাই না। কিন্তু যদি কেউ আমাদের আক্রমণ করে তার সমুচিত জবাব দেবার প্রস্তুতি আমাদের সবসময় থাকবে'। আমি সে কথাই আজ পুর্নব্যক্ত করছি এবং আজ এই সাবমেরিন ঘাঁটি দেখে আমার এই প্রত্যয় আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার শুধুমাত্র সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিই নয়, সামরিক সদস্যদের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিয়েছে বহুমুখী পদক্ষেপ। আমরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, মোংলাসহ সারাদেশে অবস্থিত নৌ ঘাঁটিসমূহে কর্মকর্তা ও নাবিকদের জন্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ, নৌ-সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা ও বিনোদনের সুব্যবস্থা করেছি। সামরিক সদস্যদের সন্তানদের সর্বস্তরে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে স্থাপন করা হয়েছে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। আমি আশা করি দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নৌবাহিনীর প্রতিটি সদস্য পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

সুধিমণ্ডলী,

সমুদ্র এক বিশাল সম্ভাবনার ক্ষেত্র। সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্রে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্জিত হয়েছে বিশাল এক অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্র। মৎস্য সম্পদ আহরণ এবং সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহনের প্রচলিত কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তারের ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বন্দরের সংখ্যা ও সক্ষমতার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। প্রচলিত এসব কর্মকান্ডের পাশাপাশি সমুদ্রকে পর্যটন শিল্পের মূল আকর্ষণ, খনিজ সম্পদ ও জ্বালানীর উৎস হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

সুনীল অর্থনীতির যে মূল ভাবনা আমরা গ্রহণ করেছি তাতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যেসব ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে তা মূলত সমুদ্র ও সমুদ্র সংশ্লিষ্ট খাত হতে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে হলে সমুদ্র সম্পদের টেকসই ও বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কাজেই সমুদ্রসীমায় আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ রক্ষায় নৌবাহিনীকে আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটের সাথে মিল রেখে সক্ষম রাখার বিষয়ে আমরা সবসময় সচেষ্ট রয়েছি।

নৌবাহিনীর প্রয়োজন শুধু যুদ্ধকালীন সময়ে নয় বরং শান্তিকালীন সময়েও এই বাহিনী প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে জনসাধারণের দৃষ্টিসীমার আড়ালে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সার্বিক উন্নতির জন্য যে ধরনের জাহাজ, ঘাঁটি ও অস্ত্রাদির প্রয়োজন হবে আমাদের সরকার তা নিশ্চিত করবে, ইনশাআল্লাহ।

সুধিমণ্ডলী,

সকল বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সমৃদ্ধির সোপান ধরে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আমরা দেশকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করেছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের 'রোল মডেল'। আমরা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তুলেছি। 'স্মার্ট বাংলাদেশ'- এখন আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য। আর এই অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে প্রতিটি নৌ-সদস্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকবে এই আমার প্রত্যাশা।

বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদদ্রসীমা সুরক্ষিত রাখতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা আরও জোরালো হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পরিশেষে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং সকল নৌ সদস্যদের মঙ্গল কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।